ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সারসংক্ষেপ

১৪ মে ২০২৪

সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. মাহ্‌ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. নেওয়াজুল মওলা, *রিসার্চ ফেলো, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. সহিদুল ইসলাম, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, *ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণায় সহযোগিতা

নিথরা মেহরাব, *রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মেহের নিগার তুলি, *রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, এবং টিআইবি'র নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের একটি অন্যতম উৎস হলো গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) বা সবুজ জলবায়ু তহবিল। এই তহবিল ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ যেসব আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম পরিচালনা করে জিসিএফ তার মধ্যে অন্যতম। উন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি স্বেচ্ছামূলক হওয়ায় অপর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ এবং বাংলাদেশসহ ঝুঁকিতে থাকা দেশসমূহের জন্য জলবায়ু তহবিল পাওয়া অনিশ্চিত। উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ২০৩০ পর্যন্ত বছরে ১,৩০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন এবং জিসিএফ জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহে অর্থ সরবরাহের একটি অন্যতম মাধ্যম।

জিসিএফ বিশ্বের ১৫৪টি দেশকে 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' হিসেবে বিবেচনা করেছে। এর মধ্যে ১২৯ দেশে মোট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২১টি। এর মাঝে ডাইরেক্ট একসেস এনটিটি (ডিএই) - ন্যাশনাল ৬৩টি, ডিএই - রিজিওনাল ১৪টি এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান ৪৪টি। ২০১৫-২০২৩ পর্যন্ত জিসিএফ কর্তৃক ২৪৩টি প্রকল্পে ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (১৩.ক) শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানসহ জিসিএফ তহবিল থেকে মূলধনী অর্থ সংগ্রহে ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জিসিএফ গ্লোবাল প্রোগ্রামিং কনফারেন্স, ২০২২ এ উন্নয়নশীল দেশের বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি এবং তাদের প্রকল্প প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইউনাইটেড ন্যাশন্স ক্লাইমেট এমবিশন সামিট, ২০২৩ এ জিসিএফকে ৫০ বিলিয়ন ডলার পরিচালনায় সক্ষম করা, স্বীকৃতি প্রক্রিয়া, প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় ত্বরান্বিত করাসহ তহবিলটির বিভিন্ন সংস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানসহ জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি, প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অর্থ ছাড় নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ রয়েছে। জিসিএফ সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ-২০২৩ অনুসারে, জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতা পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ। বিভিন্ন প্রতিবেদনে তহবিলটির স্বীকৃতি প্রক্রিয়া, প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ আলোচিত হলেও এর কার্যক্রমে সুশাসন বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল এবং অর্থায়ন নিয়ে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা ও জিসিএফ সংক্রান্ত অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের জিসিএফে অভিগম্যতা বিষয়ে সার্বিক সুশাসনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- জিসিএফ তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিগম্যতা প্রক্রিয়ায় সুশাসন পর্যালোচনা করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- জিসিএফ তহবিলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অর্থায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণ করা;
- জিসিএফ তহবিল প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রতিষ্ঠান জরিপ, জিসিএফ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণিতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১: গবেষণার পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (২৩ জন)	এনডিএ, ডিএই-ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য ডিএই-ন্যাশনাল এবং বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি; 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক' ও আদিবাসী উপদেষ্টা গ্রুপ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি; সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি
প্রতিষ্ঠান জরিপ	প্রত্যক্ষ তথ্য: ১২৯টি দেশে জিসিএফ স্বীকৃত ১২১টি প্রতিষ্ঠানের কাছে জরিপের প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হলেও ১৫টি প্রতিষ্ঠানের জরিপে অংশগ্রহণ; প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনা করা হয়নি
জিসিএফ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন	পরোক্ষ তথ্য: জিসিএফ ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) ▪ ১৫৪টি 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' দেশ, ১২৯টি প্রকল্প প্রাপ্ত দেশ এবং ২৪৩টি জিসিএফ অনুমোদিত প্রকল্প ▪ ১২১টি অভিগম্যতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	জিসিএফ নথি ও প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট নথি, জিসিএফসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি

গবেষণার সময়: জানুয়ারি ২০২৩ - মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় তথ্যের অপ্রতুলতা ও জিসিএফ কর্তৃক তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রতাসহ জিসিএফের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অসহযোগিতা ছিলো। গবেষণার জন্য তথ্য চেয়ে টিআইবি'র পক্ষ থেকে জিসিএফকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি এবং প্রশ্নপত্র ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু জিসিএফ থেকে পাঠানো উত্তর ও প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক ছিল না।* অন্যদিকে, এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য জিসিএফ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয়। ১২১টি প্রতিষ্ঠানের কাছে জরিপের প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয় এবং দেড় মাস সময় দিয়ে কয়েকটি ফলোআপ ই-মেইল করে জরিপে অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রদানে অনুরোধ করা হলেও মাত্র ১৫টি প্রতিষ্ঠান জরিপে অংশগ্রহণ করে।

৫. বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণায় সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সঙ্গতি, শুদ্ধাচার ও অংশগ্রহণ) আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়গুলো হলো- অগ্রাধিকার, অভিগম্যতা, অর্থছাড় ও পরিবীক্ষণ। নিম্নে সারণিতে একনজরে বিশ্লেষণ কাঠামোটি উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২: গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে বিশ্লেষণ-
অগ্রাধিকার	অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে বরাদ্দ; 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিত; বেসরকারি খাতে বরাদ্দ; সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন বৃদ্ধি; স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকল্প পরিকল্পনায় অংশীজনের সম্পৃক্ততা; স্বীকৃতি এবং প্রকল্পে অগ্রাধিকার প্রদানে সঙ্গতি ও সমন্বয়; অভিযোজনকে অগ্রাধিকার	▪ সক্ষমতা ▪ স্বচ্ছতা ▪ জবাবদিহি ▪ সঙ্গতি

* জিসিএফ থেকে ই-মেইলটির প্রাপ্তি স্বীকার করে এবং উত্তর পরে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়। টিআইবি নতুন সময়সীমাতে তথ্য পেতে রাজি হয়েছিল, যদিও জিসিএফের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য তথ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও সে সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করে না। টিআইবি থেকে দুইবার ফলোআপ ই-মেইল করে তথ্য প্রদানে অনুরোধ করা হয়। ফিরতি একটি ই-মেইলে তথ্য প্রদানে নতুন সময় প্রদান করে জিসিএফ। সার্বিকভাবে, ২ মাস পর সংক্ষেপে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে জিসিএফ। যার মধ্যে অধিকাংশ উত্তর সরাসরি প্রদান না করে ইতোমধ্যে গবেষণায় ব্যবহৃত জিসিএফ নথির লিংক প্রদান করে তা পুনরায় দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, আরও কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে ই-মেইল করলে জিসিএফ তার কোনো উত্তর দেয়নি ও প্রাপ্তি করেনি।

অভিগম্যতা	জিসিএফ স্বীকৃতি প্রক্রিয়া; স্বীকৃতির চ্যালেঞ্জ; প্রকল্প অনুমোদন; অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ; সহ-অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ; প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প প্রাপ্তি; 'সিঙ্গেল কান্ট্রি' বা 'একক দেশ' প্রকল্প প্রাপ্তি; জিসিএফ কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ	▪ **শুদ্ধাচার** ▪ **অংশগ্রহণ**
অর্থছাড়	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ; অর্থায়নে ঋণ; সহ-অর্থায়ন; অর্থছাড়ে গৃহীত সময়	
পরিবীক্ষণ	স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ; প্রকল্প পর্যবেক্ষণ; অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া; ফলাফল এবং মূল্যায়ন	

৬. গবেষণার ফলাফল

৬.১. অগ্রাধিকারে চ্যালেঞ্জ

৬.১.১. তহবিল বরাদ্দের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ না করা

জিসিএফ তহবিলের শুরু থেকে অভিযোজন এবং প্রশমন খিমে বরাদ্দে ৫০ঃ৫০ অনুপাত বজায় রাখার লক্ষ্যমাত্রা গত ৮ বছরে অর্জিত হয়নি। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমাও উল্লেখ করা হয়নি। প্রশমন খিমে (৫৬%) অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে অভিযোজন খিমে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৪%। অভিযোজনের জন্য ৫.৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হলেও এর উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রস-কাটিং (অভিযোজন ও প্রশমন একত্রে) হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে। ক্রস-কাটিংয়ের ক্ষেত্রে অভিযোজন ও প্রশমন খিমে অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা হয় না। শুধুমাত্র অভিযোজনের জন্য ৩.৫ বিলিয়ন ডলার (২৫.৮%) অনুমোদন করা হয়েছে। অভিযোজন প্রকল্পগুলো অধিকাংশই অনুদানভিত্তিক হওয়ায় এই বাবদ বরাদ্দকৃত তহবিল পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ নেই। ফলে ঋণভিত্তিক প্রশমন প্রকল্প অনুমোদনে জিসিএফের অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

৬.১.২. জিসিএফ কর্তৃক তহবিল বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, জিসিএফ স্বীকৃত 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' ১৫৪টি দেশের মধ্যে ২৫টি (১৬.২%) দেশ প্রকল্প পায়নি। জিসিএফ 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' দেশগুলোর মধ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্বোচ্চ (১৪টি দেশ) সংখ্যক দেশ প্রকল্প পায়নি এবং আফ্রিকা অঞ্চলের ৬টি দেশ প্রকল্প পায়নি। ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ও পূর্ব ইউরোপ অঞ্চলের যথাক্রমে ১টি করে দেশ প্রকল্প পায়নি। এছাড়া, জিসিএফ কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ' ৯৬টি দেশের মধ্যে ৮টি দেশ প্রকল্প পায়নি। জিসিএফ এর নীতি অনুসারে 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ' দেশের জন্য অভিযোজন তহবিল বরাদ্দে গুরুত্ব দেওয়া হলেও ৪২টি দেশে অভিযোজন অর্থায়ন হয়নি। যে কয়টি ঝুঁকিপূর্ণ দেশে অভিযোজনের অর্থায়ন হয়েছে তার অধিকাংশই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি।

এছাড়া, বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ অভিযোজন তহবিল প্রাপ্তিতে জিসিএফ থেকে যে অগ্রাধিকার পাচ্ছে তা স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরির বাইরে গেলে পাবে না। এসব দেশে জলবায়ু ঝুঁকি একইরকম এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেশি হলেও তাদের নিয়ে জিসিএফের নতুন অগ্রাধিকার গ্রুপ তৈরির কোনো পরিকল্পনা নেই।

৬.১.৩. 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিতে ঘাটতি

জিসিএফ 'কান্ট্রি ওনারশিপ'কে* 'নির্দিষ্ট দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট নীতি' হিসেবে উল্লেখ করলেও এর পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেনি। প্রকল্প চক্রের নির্দেশিকায় 'কান্ট্রি ওনারশিপ' বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। জিসিএফ এর নির্দেশিকায় 'কান্ট্রি ওনারশিপ' এর সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা এবং তা বাস্তবায়নে সঠিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। ফলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জিসিএফ তহবিলে তাদের চাহিদা অনুসারে প্রকল্প ও কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। 'কান্ট্রি ওনারশিপ' অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জিসিএফ ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পারস্পারিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিত করার কথা থাকলেও জিসিএফ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না।

৬.১.৪. এনডিএ/ফোকাল পয়েন্টের ভূমিকা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফের পদক্ষেপে ঘাটতি

'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিতে জিসিএফ 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' ১৫৪টি দেশের সাথে জিসিএফ এর যোগাযোগের জন্য ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড এনটিটি (এনডিএ) অপরিহার্য হলেও ৬টি (৩.৯%) দেশে এনডিএ নেই এবং এসম্পর্কে জিসিএফের সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যাও নেই। সরাসরি অভিগম্যতার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে এনডিএ'র জন্য জিসিএফ কর্তৃক সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে যাচাই-বাছাই করে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে এনডিএ

* 'কান্ট্রি ওনারশিপ'-এর জন্য চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ- (১) এনডিএ/ফোকাল পয়েন্টের ভূমিকা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি; (২) অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ; (৩) দেশ ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ; এবং (৪) সরাসরি অভিগম্যতাকে উৎসাহিত করা।

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে একটি দেশ থেকে সরাসরি অভিগম্যতার জন্য সর্বোচ্চ কতগুলো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন সে সম্পর্কে জিসিএফ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। দেশগুলোতে বাস্তবায়িত জিসিএফ প্রকল্প তদারকিতে এনডিএ'র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ বিষয়েও জিসিএফের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

৬.১.৫. অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়ের ঘাটতি

স্বীকৃতি প্রদান, প্রকল্প অনুমোদনসহ জিসিএফ বোর্ড সভার আলোচনা এবং পরামর্শ প্রদানে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নীতি থাকলেও তা যথাযথভাবে পালন করা হয় না। জিসিএফের নীতিমালা তৈরি বা পরিবর্তনে 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক'দের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে, তাদের মতামত ও পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়। প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা প্রস্তুতের সময় স্থানীয় জনসাধারণ ও আদিবাসীদের সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শ না করলেও জিসিএফ প্রকল্পগুলো অনুমোদন দিয়েছে। 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতি থাকলেও বেসরকারি অংশীজনের সাথে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ও ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও কর্ম পরিকল্পনা নেই। এছাড়াও ৪০% এর অধিক জিসিএফ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতির সময় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে পরামর্শ করা হয়নি।

৬.১.৬. বেসরকারি খাতে তহবিল বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঘাটতি

জিসিএফের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০-২০২৩ সময়কালের মধ্যে 'প্রাইভেট সেক্টর ফ্যাসিলিটি' এর আওতায় বেসরকারি খাতে তহবিল বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা ২০% এর অধিক হওয়ার কথা থাকলেও তা অর্জিত হয়নি। ২০২০-২০২৩ সালে 'প্রাইভেট সেক্টর ফ্যাসিলিটি' এর আওতায় অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ১৭%। বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য জিসিএফ বোর্ডের নির্দেশনার ঘাটতি এবং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত কৌশল না থাকার ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

৬.১.৭. বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করায় জিসিএফের ঘাটতি

জিসিএফের 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নীতির উদ্দেশ্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেসরকারি খাত, বিশেষকরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রতিপালনে ঘাটতি রয়েছে। বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলো গ্লোবাল নর্থভিত্তিক ব্যাংক এবং বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এমনকি, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশ এবং আফ্রিকার দেশগুলোর প্রকল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য জিসিএফ কর্তৃক গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোজন অপেক্ষা প্রশমন প্রকল্পে অধিক আগ্রহ থাকে, যা জিসিএফের অভিযোজন ও প্রশমনের ৫০:৫০ অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার অন্যতম কারণ।

৬.১.৮. প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত 'রেডিনেস সাপোর্ট'

জিসিএফে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল নির্ধারণ এবং এনডিএকে শক্তিশালী করার জন্য 'রেডিনেস এবং প্রিপারেটরি সাপোর্ট প্রোগ্রাম (আরপিএসপি)' গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১২টি (৭.৮%) দেশ আরপিএসপি এর আওতায় কোনো ধরনের সহায়তা পায়নি। নিম্নে উল্লিখিত সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে, কান্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি ও এনডিএকে শক্তিশালী করার জন্য আরপিএসপি সহায়তা দেয়ার কথা থাকলেও 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' ১৫৪টি দেশের মধ্যে ২৪টি দেশ (১৫.৫%) জিসিএফ থেকে এই ধরনের সহায়তা পায়নি। এছাড়া, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়ার কথা থাকলেও ৯৫টি দেশ (৬১.৭%) জিসিএফ থেকে এই ধরনের সহায়তা পায়নি। যেসব দেশ এই ধরনের সহায়তা পেয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত 'রেডিনেস সাপোর্ট' না পাওয়ায় দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত এবং জিসিএফে কাঙ্ক্ষিত অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি। এমনকি জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরি করতে আরপিএসপি সহায়তা দেয়ার কথা থাকলেও ৬২টি দেশ (৪০.৩%) জিসিএফের থেকে এই ধরনের সহায়তা পায়নি।

সারণি ৩: ধরনভেদে আরপিএসপি সহায়তা না পাওয়া দেশের সংখ্যা

আরপিএসপি সহায়তার ধরন	দেশ সংখ্যা	(%)
কান্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি ও এনডিএ শক্তিশালী করা	২৪টি	১৫.৬
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি	৯৫টি	৬১.৭
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরি করা	৬২টি	৪০.৩

এছাড়া, জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে 'রেডিনেস সাপোর্ট' দেওয়ায় ৭৪.৭% দেশ 'কান্ট্রি প্রোগ্রাম' তৈরি করতে পারেনি। দেশগুলোতে 'কান্ট্রি প্রোগ্রাম' না থাকায় জাতীয় কৌশলগত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারছে না।

৬.১.৯. সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার না দেওয়া

‘কান্ট্রি ঔনারশিপ’ এর জন্য সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। জিসিএফের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২০-২০২৩) অনুযায়ী সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ‘উল্লেখযোগ্য’ পরিমাণে অর্থায়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা থাকলেও ‘উল্লেখযোগ্য’ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে সুস্পষ্ট করা হয়নি; বছরভিত্তিক বৃদ্ধির হার সামান্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বৃদ্ধি হয়েছে ১৯%।

৬.২. অভিগম্যতার চ্যালেঞ্জ

৬.২.১. ঝুঁকিপূর্ণ দেশে অল্প সংখ্যক সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থাকা

‘কান্ট্রি ঔনারশিপ’ নিশ্চিতে জিসিএফ তহবিলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি অভিগম্যতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অধিকাংশ দেশে (৬৮.৮%) সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেই। জিসিএফ তহবিল পাওয়ারযোগ্য ১৫৪টি দেশের মধ্যে ১৭.৫% দেশে শুধুমাত্র একটি করে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি রয়েছে। যথাক্রমে ১১% দেশে ২টি এবং ২.৬% দেশে তিনটি ও এর অধিক সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অধিকাংশ দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার সামান্য। প্রকল্প প্রাপ্ত ১২৯টি দেশের মধ্যে ৯৭.৭% দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেখানে জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মাত্র ১৬.৩% দেশে। অন্যদিকে, ২৩.৩% দেশে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৬.২.২. জিসিএফে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য

‘কান্ট্রি ঔনারশিপ’ নিশ্চিতে জাতীয় অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বিদ্যমান। জিসিএফের মূলনীতি অনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের চাহিদাভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নীতি থাকলেও অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব না দিয়ে কম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প বা তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রণয়ন করে। মূলনীতি অগ্রাহ্য করে জিসিএফ এই ধরনের প্রকল্প অনুমোদন করে। জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে অধিক সংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ৭৭% যেখানে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ১৩%। অন্যদিকে, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ১০%।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আধিক্য রয়েছে। ২৭টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের গড় সংখ্যা ৬.৮; যেখানে ২০টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের গড় সংখ্যা ১.৬। সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বনিম্ন সংখ্যা ১টি হলেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বোচ্চ সংখ্যা যেখানে ৩৮টি। পক্ষান্তরে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বোচ্চ সংখ্যা মাত্র ৪টি। অন্যদিকে, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫টি।

অড্‌স রেশিও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জিসিএফে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের (জাতীয় ও আঞ্চলিক) তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে একটি প্রকল্প পাওয়ার সম্ভাবনা ২.৫ গুণ বেশি। ৬১.৪% আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে একটি প্রকল্প পেয়েছে। পক্ষান্তরে, সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই হার ৩৯.০%।

৬.২.৩. জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতায় অসম প্রতিযোগিতা

জিসিএফ তহবিল ও প্রকল্প অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অসম প্রতিযোগিতা বিরাজমান। জিসিএফ সীমিত জলবায়ু তহবিলে প্রতিযোগিতামূলক ও অধিক উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প অনুমোদনকে প্রাধান্য দেয়। ফলে, উন্নয়নশীল দেশের নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকের মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প অনুমোদনসহ তহবিল সংগ্রহে একটি অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। একই সময়ের ব্যবধানে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জিসিএফ থেকে তুলনামূলক বৃহৎ, বৈচিত্র্যময় এবং সংখ্যায় অধিক প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই তহবিল ব্যবহার করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক, কারিগরি, মানবসম্পদসহ প্রায়োগিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেছে। ফলে, জিসিএফে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য নিশ্চিত না হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতা প্রদানে ন্যায্যতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। দুর্নীতি প্রতিরোধে জিসিএফের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি থাকলেও ইউএনডিপির মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জিসিএফসহ জলবায়ু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

অমীমাংসিত রেখে বিতর্কিতভাবে জিসিএফ তাদের পুনঃস্বীকৃতি প্রদান করেছে। এমনকি, জিসিএফ ইউএনডিপিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্পও (৩৮টি) অনুমোদন দিয়েছে।

অন্যদিকে, উন্নয়নশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিষয়ে জিসিএফ অতিসাবধানতা অবলম্বন করেছে। তাদের স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় সহজ ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার না করে কঠোর নিয়ম আরোপ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতির অজুহাতে জিসিএফ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৬.২.৪. জিসিএফে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা

একটি সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হলেও এই প্রক্রিয়া জটিলই রাখা হয়েছে। সময়সীমা সুনির্দিষ্ট না থাকায় স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানভেদে স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় পার্থক্য বিদ্যমান। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ সহজে ও কম সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বীকৃতির আবেদন থেকে জিসিএফ বোর্ডের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিকভাবে গড়ে **১৭** মাস সময় প্রয়োজন। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতির আবেদন থেকে জিসিএফ বোর্ডের স্বীকৃতি পর্যন্ত গড়ে ২৪ মাস সময় প্রয়োজন হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে **১৬** মাসেই জিসিএফ বোর্ডের স্বীকৃতি পেয়ে যায়। অন্যদিকে, এক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গড় সময় প্রয়োজন হয় **১১** মাস।

জিসিএফের নীতি এবং মানদণ্ড পূরণ ও তা প্রতিপালনে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ বিবিধ অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয় যা সময়সাপেক্ষ ও জটিল। জিসিএফের অর্থনৈতিক মানদণ্ড (ফিডুস্যিয়ারি স্ট্যান্ডার্ড), পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং জেন্ডার পলিসিসহ প্রায় **১৮৮**টি নথি প্রস্তুত এবং নথিগুলো ইংরেজিতে রূপান্তর করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এছাড়া, জিসিএফ সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ই-মেইলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মতামত এবং উত্তর প্রদানে সময়ক্ষেপণ করেন; ক্ষেত্রবিশেষে, উত্তর দেয় না এবং ই-মেইলের প্রাপ্তিও স্বীকার করেন না।

৬.২.৫. জিসিএফ প্রকল্প অনুমোদনের চ্যালেঞ্জ

জিসিএফে তহবিল প্রস্তাব জমা থেকে বোর্ড অনুমোদন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ **১৯০** দিন হলেও গড়ে ৩৮৯ দিন ব্যয় হয়, যেখানে সর্বনিম্ন ৪২ দিন ও সর্বোচ্চ **১৯৪৫** দিন ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে **১৯৯** দিন অতিরিক্ত ব্যয় হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত সময়ের মাঝে তহবিল প্রস্তাব অনুমোদন পায়না। ৭৯.৮% তহবিল প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ে অনুমোদন পায়নি। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যেখানে তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন পর্যন্ত গড় সময় প্রয়োজন হয় ৪**১**৩ দিন, সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে ৩৭৯ দিন প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, এক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গড় সময় প্রয়োজন হয় ৪৩৩ দিন।

প্রকল্পের থিমভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অভিযোজন প্রকল্পের জন্য তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন করতে গড়ে সময় প্রয়োজন হয় ৪৩৭ দিন। কিন্তু প্রশমন প্রকল্পে ৩**১**৫ দিন ব্যয় হয়। অভিযোজন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত ২৪৭ দিন ব্যয় করতে হয় এবং প্রশমন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত **১**২৫ দিন ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে, ক্রসকাটিং প্রকল্পের তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন করতে গড়ে সময় প্রয়োজন হয় ৩৯০ দিন।

তহবিল প্রস্তাবনা প্রস্তুত পর্যায়ে জিসিএফের বিভিন্ন বিভাগ একই তথ্য ও নথি বিভিন্ন সময় বারবার প্রদানের অনুরোধ করে এবং তা জমা দিতে হয়। এছাড়া, জিসিএফের নীতি, প্রত্যাশা ও নির্দেশনাসহ কারিগরি বিষয় বুঝে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চ পারিশ্রমিকে পরামর্শক নিয়োগ দিতে বাধ্য হতে হয়।

অন্যদিকে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য অপ্রতুল থাকায় প্রকল্পের যৌক্তিকতা অনেকক্ষেত্রে কার্যকরভাবে উপস্থাপন দুরূহ এবং দুঃসাধ্য হয়। ফলে জিসিএফের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনীতে কালক্ষেপণসহ প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। জিসিএফ কর্তৃক বিষয়টিকে বাস্তবসম্মত এবং স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য না করে অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে সম্ভবনাময় প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাধার সম্মুখীন হয়। প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার সমস্যাসহ বাস্তব অবস্থার নানাবিধ পরিবর্তন (ভূমিরূপ, প্রতিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদি) হয়ে যায়। এছাড়াও তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন পর্যন্ত ২০**১**৫ সালের তুলনায় কার্যক্রম সম্পাদনের সময় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০**১**৫ সালে যেখানে গড়ে সময় ব্যয় হয়েছে **১**০**১** দিন সেখানে ২০২৩ সালে ব্যয়

হয়েছে ৫৭৩ দিন। তথ্যদাতাদের মতে, নতুন প্রকল্প অনুমোদনে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ করা হয় এবং জিসিএফ তহবিলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকা এর অন্যতম কারণ।

৬.২.৬. জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বল্প সংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন

'কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ' বাস্তবায়নে শক্তিশালী ও দক্ষ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতে গুরুত্বারোপ করা হলেও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে জিসিএফের ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে পর্যাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রাপ্তির হার কম। ৬২.৫% 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো প্রকল্প নেই। 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' ২৫% দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি করে প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এবং একাধিক প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে ১২.৫% দেশ।

৬.২.৭. স্বল্প সংখ্যক 'সিঙ্গেল কান্ট্রি'/'একক দেশ' প্রকল্প অনুমোদন

'কান্ট্রি ঔনারশিপ' বৃদ্ধিতে 'একক দেশ' প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হলেও ৩১% দেশে জিসিএফ 'একক দেশ' প্রকল্প অনুমোদন করেনি। একটি 'একক দেশ' প্রকল্প পেয়েছে ২৪.৮% দেশ এবং ৪৪.২% দেশ পেয়েছে একাধিক 'একক দেশ' প্রকল্প। এছাড়া, 'মাল্টি-কান্ট্রি' প্রকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' সীমিত এবং তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ থাকলেও জিসিএফ কর্তৃক অধিকাংশ দেশে (৮৭.৬%) 'মাল্টি-কান্ট্রি' প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

৬.২.৮. জিসিএফ কর্তৃক তহবিল সংগ্রহে ঘাটতি

প্রোগ্রামিং/প্লেজিং কনফারেন্সের মাধ্যমে এনেক্স-১/উন্নত দেশের কাছ থেকে তহবিল প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পেলেও জিসিএফ তা সম্পূর্ণ পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারে না। উন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতির তুলনায় কম অর্থ প্রদান করে। ইনিশিয়াল রিসোর্স মোবিলাইজেশন (আইআরএম) পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থের ১ বিলিয়ন ডলার কম প্রদান করা হয়েছে। উন্নত দেশ কর্তৃক ২০২০ সাল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও জিসিএফের মাধ্যমে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এমনকি বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুত অর্থায়নের মাত্র ২-৩% জিসিএফের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও জিসিএফের মাধ্যমে উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। উন্নত দেশগুলো জিসিএফের প্রথম রিপ্লেনিশমেন্টে (২০২০-২০২৩) ১০.০ বিলিয়ন ডলার এবং দ্বিতীয় রিপ্লেনিশমেন্টে (২০২৪-২০২৭) ১২.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের অঙ্গীকার করে যা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। ৪ বছরে অঙ্গীকার বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২.৮ বিলিয়ন ডলার।

তহবিল সংগ্রহে জিসিএফের চ্যালেঞ্জ

জিসিএফে সকল অবদানই স্বেচ্ছামূলক .... বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং দাতা দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আর্থিক পরিস্থিতি এই অবদানকে প্রভাবিত করে -জিসিএফ সচিবালয়

৬.৩.অর্থছাড়ে চ্যালেঞ্জ

৬.৩.১. জিসিএফ হতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বেশি অর্থ অনুমোদন

২০১৫-২০২৩ পর্যন্ত জিসিএফ কর্তৃক অনুমোদনকৃত ১৩.৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কম অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে ১.১ বিলিয়ন ডলার (১২.২%)। একইভাবে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলার (৮%)। অথচ অধিকাংশ অর্থ (১০.৮ বিলিয়ন ডলার) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে (৭৯.৮%)। অন্যদিকে, মাত্র ৫টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, ইবিআরডি, এডিবি এবং আইডিবি) জন্য জিসিএফের মোট অনুমোদিত অর্থের ৩৯.৪% (৫.৩ বিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ করা হয়েছে, বাকি ২২টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ৪০.৪%।

৬.৩.২. জিসিএফ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে ঘাটতি

উন্নয়নশীল দেশে অভিযোজনের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত বছরে ২১৫ থেকে ৩৮৭ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও জিসিএফ মাত্র ৫.৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। জিসিএফ সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী, 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জিসিএফের অবদান সামান্য।

জলবায়ু অর্থায়নে জিসিএফের অবদান

জিসিএফ বৃহত্তম জলবায়ু তহবিল হলেও, এটি এখনও সামগ্রিক জলবায়ু তহবিলের একটি ছোট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো জলবায়ু তহবিল থেকে অভিযোজনের জন্য প্রাপ্ত মোট অর্থের মাত্র ২.৯% জিসিএফ থেকে পেয়েছে।

-সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ অব জিসিএফ, ২০২৩

৬.৩.৩. জিসিএফ কর্তৃক অর্থছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা

জিসিএফের অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পে মাত্র ৩.৮ বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে, যা মোট অনুমোদিত অর্থের ২৮.১%। প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থছাড় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৮০ দিন সময় নির্ধারিত হলেও অর্থছাড় পাওয়া প্রকল্পের (এন =১৮৫) ক্ষেত্রে গড়ে ৫৬২ দিন ব্যয় হয় (সর্বনিম্ন ৩৬ দিন, সর্বোচ্চ ২৩২৪ দিন)। ৯২.২% প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় করা হয়নি।

৬.৩.৪. জিসিএফ অর্থায়নে ঋণের আধিক্য

'পলুটার্স-পে-প্রিন্সিপাল' অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুদান-ভিত্তিক জলবায়ু তহবিল প্রদানে জোর দেওয়া হলেও জিসিএফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অধিক হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এককভাবে জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়নের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অনুমোদিত মোট প্রকল্প অর্থে ৪০.৬% ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং ৪১.৬% অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ইক্যুইটি এবং অন্যান্যভাবে যথাক্রমে ১১.৪% ও ৬.৪% অর্থায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, জিসিএফ সরবরাহকৃত অনুদান এবং সহ-অর্থায়নসহ* অনুমোদিত মোট প্রকল্প অর্থে অনুদানের তুলনায় অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৬.২% এবং অনুদানের পরিমাণ ১৯.৫%। এছাড়াও ইক্যুইটি এবং অন্যান্যভাবে যথাক্রমে ২০.৩% ও ৪% অর্থায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, সহ-অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (৫৯.৯%) থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে (৬৪.৩%) ঋণের পরিমাণ অধিক।

দরকষাকষিতে সক্ষমতা কম থাকায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধিক অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রস্তাবে সম্মত হয়। ফলে অনুদানের চেয়ে ঋণ প্রাপ্তির হার বেশি। জিসিএফ অর্থায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের হার যথাক্রমে ৪৪.৫ এবং ৬৯.৭%। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের হার (৩৫.৮%) জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম। এক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪৪.১%, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৮.৫% এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪৩.৪%।

প্রতিষ্ঠানগুলোর দরকষাকষির ওপর ঋণের সুদের হার নির্ভর করে। জিসিএফ বিনা সুদে অথবা স্বল্প সুদে (০.৭৫%) ঋণ দিলেও, সার্ভিস ফি, প্রতিশ্রুতি ফিসহ মুদ্রা বিনিময় হার ঠিক রাখা বাবদ সুদের হার প্রায় ৫% এর বেশি, যা ক্ষেত্রবিশেষে বহুপাক্ষিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থার চেয়েও অধিক। ঋণের অর্থ বিদেশি মুদ্রায় সুদের সাথে ফেরত দিতে হয়, যা ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর বহিঃস্থ ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টিসহ জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।

৬.৪. পরিবীক্ষণে চ্যালেঞ্জ

৬.৪.১. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি

জিসিএফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালন করা হয় না। কিছু প্রকল্পের ২০২২ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং মান পর্যবেক্ষণে জিসিএফের জবাবদিহিতার ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়াও জিসিএফ মানদণ্ড মেনে মাঠ পর্যায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যয় যাচাই করা হয়নি। অন্যদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দেশগুলোতে/আঞ্চলিক পর্যায়ে জিসিএফের কার্যালয় নেই। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসনের ঝুঁকি থাকলেও মাঠ পর্যায়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণে ঘাটতি বিদ্যমান।

এছাড়াও জিসিএফ প্রকল্পের কার্যকরতা, ফলাফল এবং মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয় না। তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের স্বাধীন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। প্রকল্প তদারকিতে জিসিএফে নিবন্ধিত 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক'দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনে তাদের মতামত প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

৬.৪.২. জিসিএফের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

জিসিএফের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এখনও বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকৃতি, প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়সহ যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জিসিএফ সচিবালয়ের অসহযোগিতা ও দীর্ঘসূত্রতা বিষয়ে কোনো অভিযোগ প্রদান করে না। স্থানীয় জনগণের সরাসরি অভিযোগ প্রদানের সুযোগের ঘাটতি রয়েছে। এমনকি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অভিযোগ করলেও তার বিষয়বস্তু গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি কর্তৃক অভিযোগ প্রদানে জিসিএফের সাথে সরাসরি ও সহজে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। জিসিএফের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে।

* সহ-অর্থায়ন বলতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে জিসিএফ ছাড়াও সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানকে বুঝায়।

বাংলাদেশের একটি প্রকল্প সম্পর্কে টিআইবি ২০১৭ সালে অভিযোগ করলেও জিসিএফ অভিযোগের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে আমলে নেয়নি।

জিসিএফে অভিযোগ দায়ের: বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা

২০১৫ সালে বাংলাদেশের জন্য 'ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং' প্রকল্পটি জিসিএফ অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের দুই বছর পরেও অর্থ ছাড় না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। ফলে প্রকল্প এলাকার জলবায়ু ঝুঁকি ও ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়, ২০১৭ সালে টিআইবি সাতক্ষীরা পৌরসভা এবং পৌরসভার ৪২৭ জন অধিবাসীর স্বাক্ষরসহ তাদের পক্ষে প্রকল্পটির সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষতির বিষয়ে জিসিএফে লিখিত অভিযোগ প্রদান করে। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষতি বৃদ্ধি পেলেও জিসিএফের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিড্রেস মেকানিজম' অভিযোগটিকে 'আমল-অযোগ অভিযোগ' ঘোষণা করে। যদিও টিআইবি'র হস্তক্ষেপের কারণে জিসিএফ প্রকল্পটিতে দ্রুততার সাথে অর্থছাড় করে।

৬.৫. জিসিএফ অভিগম্যতায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

৬.৫.১. এনডিএ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ কর্তৃক পদক্ষেপে ঘাটতি

এনডিএ হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে জিসিএফের সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। নীতিমালা না থাকায় যোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও সরকারের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানকে এনডিএ হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন প্রদানের কারণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক মাপকাঠি জিসিএফ মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে অধিক সময় ব্যয় হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ 'কান্ট্রি প্রোগ্রামে' সরকারি ৪টি প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ থেকে স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও জিসিএফের মানদণ্ড পূরণ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। অথচ ৫ বছরেও প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকৃতি পায়নি। 'কান্ট্রি প্রোগ্রাম' এর আওতায় বেশকিছু প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হলেও জিসিএফের সহযোগিতার অভাবে তা থেকে পরবর্তীতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সফলভাবে তহবিল প্রস্তাবনায় রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প তদারকিতে এনডিএ'র কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জিসিএফের সহায়তা পর্যাপ্ত নয়।

৬.৫.২. স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় জিসিএফ সচিবালয়ের অসহযোগিতা এবং দীর্ঘসূত্রতা

জিসিএফ সচিবালয় থেকে যথাযথ সহযোগিতার অভাবে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় দুই বছর ব্যয় হয়েছে। স্বীকৃতির প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলি বোঝার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ পারিশ্রমিকে পরামর্শক নিয়োগে বাধ্য হতে হয়েছে। স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার জটিলতা ও জিসিএফ সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যোগাযোগ অসহযোগিতার কারণে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রক্রিয়া তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো সম্পন্ন হয়নি। অভিগম্যতা নিশ্চিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ কর্তৃক স্বল্প পরিমাণ রেডিনেস অর্থায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, জিসিএফ কর্তৃক রেডিনেসের জন্য ৮ বছরে মোট ৬.১ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৫.৪ মিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রকল্প ধারণাপত্র জমা থেকে প্রকল্প অনুমোদন পর্যন্ত ২ হাজার ১৭৪ দিন (প্রায় ৬ বছর) ব্যয় হয়েছে।

জিসিএফ স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

"জিসিএফ থেকে স্বীকৃতি পেতে আমরা গত তিন বছর ধরে চেষ্টা করছি। শত শত নথিপত্র জিসিএফ'কে দিতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার নানা জটিলতার কারণে আমরা এখনও স্বীকৃতি পাইনি। একটা ইমেইল দিলে জিসিএফ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না! জিসিএফ এর কাছে থেকে পেশাদার আচরণও পাওয়া যায় না। আমাদের মতো বড় সংস্থার ক্ষেত্রেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে কী হচ্ছে?" - একজন তথ্যদাতা

৬.৫.৩. অগ্রাধিকারের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের মাত্র দুইটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে; পক্ষান্তরে, ১৬টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে জিসিএফ অর্থায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজন এবং অনুদানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশে জিসিএফ প্রকল্পে থিমভিত্তিক অর্থায়ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভিযোজন প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশে জিসিএফ কর্তৃক ১৪১.৮ মিলিয়ন ডলার (৩২%) অনুমোদন করা হয়েছে, যেখানে প্রশমন প্রকল্পের জন্য ২৫৬.৫ মিলিয়ন ডলার (৫৮%) অনুমোদন করা হয়।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় মধ্য মেয়াদে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কমপক্ষে ১২ হাজার মিলিয়ন ডলার প্রয়োজনের বিপরীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অনুমোদন করেছে মোট ১ হাজার ১৮৯.৫ মিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয়

মোট অর্থের ৯.৯%। এছাড়াও জিসিএফ রেডিনেসসহ মোট তহবিল অনুমোদন করেছে ৪৪৮.৮ মিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয় মোট অর্থের ৩.৭%। অন্যদিকে, জিসিএফ হতে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে তহবিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রশমন প্রকল্পে অধিক অর্থ অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়। প্রশমন প্রকল্পে বাংলাদেশ ২৫৬.৪ মিলিয়ন ডলার (৭৬.৯%) অনুমোদন পেলেও অভিযোজন বিষয়ক প্রকল্পে পেয়েছে মাত্র ৭৬.৮ মিলিয়ন ডলার (২৩.১%)। এর মাঝে জিসিএফ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিয়েছে ৭৫% এবং অনুদান দিয়েছে ২৫%। এছাড়াও জিসিএফ কর্তৃক বাংলাদেশে সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিয়েছে ৯৭% এবং ইন-কাইন্ড দিয়েছে মাত্র ৩%। স্বীকৃতিসহ ঋণ ও সহ-অর্থায়নের ক্ষেত্রে জটিলতায় সক্ষম প্রতিষ্ঠানগুলো রেজাল্ট বেজড পেমেন্টসহ কার্বন সিকুয়েস্টেশন এবং কার্বন মার্কেট সংক্রান্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণে জিসিএফ থেকে কোনো সহায়তা পায়নি।

৬.৫.৪. অর্থছাড়ে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে জিসিএফ তহবিলের ৯টি প্রকল্পে মোট অনুমোদিত অর্থের মাত্র ১৩.৩% ছাড় করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকল্পগুলোতে জিসিএফ থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হয়। একটি প্রকল্প অনুমোদনের দীর্ঘ তিন বছর পর ১ম কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে। অর্থছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিলম্ব হয়েছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় জলবায়ু ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৫.৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। এনডিএ কর্তৃক বাংলাদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। প্রকল্প এলাকায় তথ্য বোর্ড প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা সবক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি। 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক'দের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

৬.৫.৬. সমন্বয়ের ঘাটতি

জিসিএফ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এনডিএ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত, 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক', নারী ও আদিবাসী গোষ্ঠীসহ অংশীজনদের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

জিসিএফের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ এবং এতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূল মানদণ্ড থাকায় তা বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা দুরূহ। ফলে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি অভিগম্যতা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হচ্ছে। জিসিএফের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনডিএ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ পর্যাপ্ত সহায়তা না করায় এনডিএ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এছাড়া, 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া জিসিএফের মূলনীতি হলেও তা অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জিসিএফ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জলবায়ু অভিযোজন খাতে অগ্রাধিকার প্রদান না করে প্রশমনে অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। অন্যদিকে, জিসিএফে তহবিল স্বল্পতা রয়েছে। উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থ সংগ্রহ করে তা ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরবরাহে অনুঘটকের ভূমিকা পালনসহ কার্যকর কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণে জিসিএফের ঘাটতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালন ও সমন্বয় সাধনেও জিসিএফের ঘাটতি রয়েছে।

জিসিএফের 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নীতিমালায় অস্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতিসহ 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' বাস্তবায়নে দক্ষ পরিকল্পনার অভাবে দেশগুলো নিজেদের নেতৃত্বে তহবিল সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। 'কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ' অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও জিসিএফ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি প্রকল্প অনুমোদন করছে; বিশেষকরে 'মাল্টি-কান্ট্রি' প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন উন্নয়নশীল দেশের 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের জিসিএফে স্বীকৃতি ও অর্থায়ন ক্রমশ বৃদ্ধির পাশাপাশি অনুদানের তুলনায় ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে, সহ-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করছে এবং শর্ত প্রদানের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করছে। জিসিএফ তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে ক্রমেই একটি ঋণ প্রদানকারী সংস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। জিসিএফ অনুদানের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদানের ফলে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ওপর ঋণ পরিশোধের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিসিএফ উন্নত দেশগুলো থেকে প্রতিশ্রুত তহবিল সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জিসিএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোর 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অভিগম্যতা নিশ্চিত হচ্ছে না।

৮. সুপারিশ

৮.১. জিসিএফ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জন্য-

১. জিসিএফে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা নিশ্চিতে স্বীকৃতি প্রক্রিয়াকে সহজ করতে হবে এবং জলবায়ু ঝুঁকিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশের অভিগম্যতা ত্বরান্বিত করতে ক্ষেত্রবিশেষে মানদণ্ডগুলো আরও সহজ ও স্পষ্ট করতে হবে। পাশাপাশি, সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফের কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে স্বীকৃতি প্রদান, প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় প্রক্রিয়ার সময়সীমা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং উভয় পক্ষকে (জিসিএফ ও অভিগম্যতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান) তা মেনে চলতে হবে।

৩. অভিযোজন ও প্রশমন খাতে ৫০ঃ৫০ অনুপাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এই অনুপাত বজায় রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪. সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা এবং নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিতে জিসিএফ সচিবালয়কে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে এবং দক্ষ জনবল নিয়োগসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. প্রকল্প প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য জিসিএফ থেকে উদাহরণভিত্তিক নির্দেশিকা প্রস্তুত ও প্রদান করতে হবে।

৬. স্বীকৃতিসহ প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুত এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এনডিএ'র সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. জিসিএফ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

৯. জিসিএফ অর্থায়নে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং চাহিদা মাফিক তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার বন্ধে বৃহৎ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায্য ও ভারসম্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

১১. 'কান্ট্রি ঔনারশিপ'কে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সংজ্ঞায়িত করে জিসিএফ, এনডিএ, বেসরকারি খাত ও সকল অংশীজনের ভূমিকা সুস্পষ্ট করে নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং অংশীজনের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতে করতে হবে।

১২. 'কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ' অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নসহ 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে জিসিএফকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৩. স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরি থেকে উন্নীত হওয়া/হতে যাওয়া জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য নতুন অগ্রাধিকার গ্রুপ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. জিসিএফে তহবিল বৃদ্ধি করতে উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহ করে তা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরবরাহে নিজেদের অনুঘটক হিসেবে রূপান্তরিত করতে কার্যকর পরিকল্পনা, কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮.২. বাংলাদেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য

১. কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনডিএতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জিসিএফ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এনডিএতে জিসিএফ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

২. জিসিএফ থেকে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারি অনুদান ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. এনডিএ কর্তৃক দেশের জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা বা কৌশলগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন দিতে হবে।

৪. এনডিএ কর্তৃক সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং জিসিএফের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে ।

৫. এনডিএ, বেসরকারি খাত, 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক' ও সকল অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে অধিক সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা/ধারণাপত্র তৈরি (পাইপলাইন) ও তা জিসিএফে দাখিল করতে হবে ।

৬. এনডিএ কর্তৃক মাঠপর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য জিসিএফ মানদণ্ড অনুসরণ করে নিজস্ব একটি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

৭. জিসিএফ হতে যথাসময়ে ও সহজে স্বীকৃতি, অনুদানভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় বিশেষকরে অভিযোজন অর্থায়ন নিশ্চিতে দর কষাকষির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' এর নীতি অনুসরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১: জিসিএফের বিনিয়োগ নীতি*

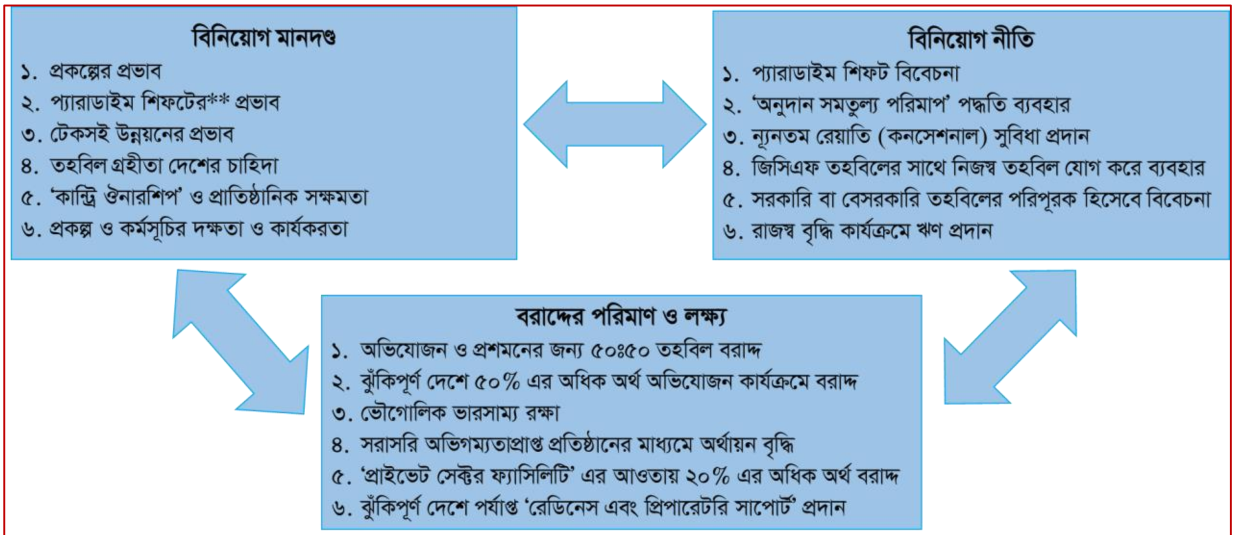

* জিসিএফ ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত 'জিসিএফ ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক' থেকে আত্মীকৃত
** কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম দ্বারা টেকসই উন্নয়ন

পরিশিষ্ট ২: একনজরে জিসিএফ*

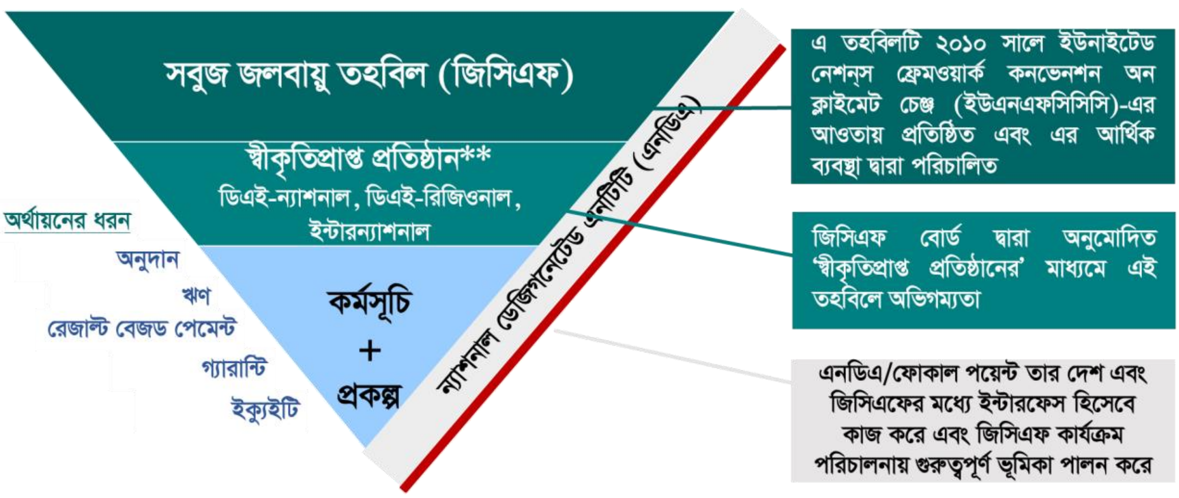

* জিসিএফ ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত 'জিসিএফ আর্কিটেকচার' থেকে আত্মীকৃত
** ডাইরেক্ট একসেস এনটিটি-ন্যাশনাল (ডিএই-ন্যাশনাল), ডাইরেক্ট একসেস এনটিটি-রিজিওনাল (ডিএই-রিজিওনাল) এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান

পরিশিষ্ট ৩: জিসিএফ তহবিলে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া

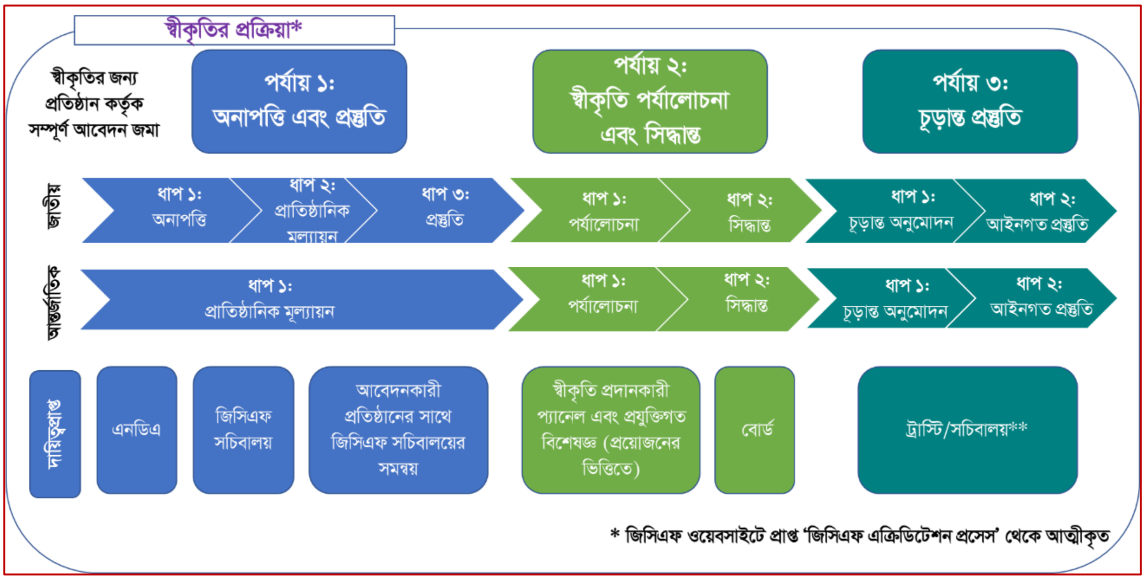

পরিশিষ্ট ৪: জিসিএফ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়া